D. প্রকারভেদ (Classification)

- **অটিস্টিক ডিজঅর্ডার (Autistic Disorder):** এটা অটিজমের সাধারণ ধরন। অটিস্টিক ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত লোকেদের সাধারণত গুরুত্বপূর্ণভাবে বাধা থাকে। এক্ষেত্রে সামাজিক ও ভাষা বিনিময়ে প্রতিবন্ধকতা থাকে এবং অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত অনেক লোকের বুদ্ধিগত অক্ষমতা থাকতে পারে।
- **এসপারজার সিন্ড্রোম (Asperger Syndrome):** এসপারজার সিন্ড্রোমে আক্রান্ত লোকেদের অটিস্টিক ডিজঅর্ডারের হালকা উপসর্গ থাকে। এদের মধ্যে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দিতে পারে। যাইহোক, এদের সাধারণত ভাষা বা বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতা বা সমস্যা থাকে না।
- **পার্ভেসিভ ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার (Pervasive Developmental Disorder):** এটিকে 'এটিপিকাল অটিজম' বলা হয়। যেসব লোকেদের মধ্যে অটিস্টিক ডিজঅর্ডার বা এসপারজার সিন্ড্রোম নির্ণায়ক কিছু উপসর্গ দেখা যায়, কিন্তু সব উপসর্গ দেখা যায় না, তাদের সাধারণত পি ডি ডি-এন ও এস হিসেবে রোগ নির্ণয় করা হতে পারে। পি ডি ডি-এন ও এস আক্রান্ত লোকেদের মধ্যে সাধারণত অটিস্টিক ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত লোকেদের থেকে কম এবং হালকা উপসর্গ দেখা যায়। এই উপসর্গগুলি শুধুমাত্র সামাজিক ও ভাষা বিনিময় সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

E. কারণসমূহ (Causes)

অটিজমের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। পরিবেশগত ও বংশগত কারণেও এই রোগ হতে পারে। সাধারণত জটিলতা, লক্ষণ অথবা তীব্রতার উপর নির্ভর করে এর কারণগুলি বিভিন্ন হতে পারে। কী কী কারণে অটিজম হতে পারে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে সতর্ক হলে অটিজম প্রতিরোধ সম্ভব হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, ভাইরাল ইনফেকশন, গর্ভকালীন জটিলতা এবং বায়ু দূষণকারী উপাদানসমূহ স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডার হওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন জিনের কারণে অটিজম স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডার হতে পারে। আবার কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে জেনেটিক ডিজঅর্ডার যেমন—ফ্র্যাজাইল এক্স সিন্ড্রোমের সঙ্গে এই রোগটি হতে পারে। কিছু জিন মস্তিষ্কের কোশসমূহের পরিবহণ ব্যবস্থায় বাধা প্রদান করে এবং রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। জেনেটিক বা জিনগত সমস্যা বংশগতও হতে পারে আবার নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই এই রোগটি হতে পারে।

2.2.6. শিখন অক্ষমতা (Learning Disability)

A. অর্থ (Meaning)

যে-কোনো ধরনের অক্ষমতাই এক বা একাধিক ক্ষেত্র বা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ একজন প্রতিবন্ধী শিশু একটি বা দুটি ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি কাজ করার

মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতার অভাবকেই শিশু বা বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে Autism বলা হয়। তারা অন্যের ভাব বুঝতে পারে না এবং নিজেকেও প্রকাশ করতে পারে না। ফলে তারা কারও সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব করতে পারে না।

B. সংজ্ঞা (Definition)

1977 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত "The National Society for Children and Adults with Autism" সংগঠনটির কর্তৃপক্ষ Autism-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন যে, এটি একটি জৈবিক উপসর্গ যা সাধারণত তিরিশ মাস বয়সের আগেই শুরু হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশের হার, স্নায়বিক সংগঠন, বাচনশক্তি, ভাষার বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশ এবং কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

এই প্রসঙ্গে 1990 খ্রিস্টাব্দে 'The Individual with Disabilities Education Act.' (USA)-এর সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ—

"Autism means a developmental disability significantly affecting verbal and non-verbal communication and social instruction, generally evident before age–3, that adversely affects a child's educational performance."

C. বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics)

Autism যুক্ত প্রতিটি মানুষেরই সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, যোগাযোগ এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন—

(i) সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তারা প্রধানত একাকী বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। যার ফলে সুস্থ সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়।

(ii) সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষাগত বা ভাষাবিহীন বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়, যেমন—অপরের অঙ্গাভঙ্গি, মুখের ভাব বা কথার ধরন বুঝতে না পারলে এই সমস্যা তৈরি হয়।

(iii) কল্পনার ক্ষেত্রেও এই ব্যক্তিরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়।

উপরোক্ত তিনটি প্রধান সমস্যাকে এক্ষেত্রে বলা হয়—Triad of impairments।

এই তিনটি বিশেষ দিক ছাড়াও এর প্রভাবে আরও যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি নিম্নরূপ—

1. ঔৎসুক্যহীনতা এবং কল্পনাশক্তির অভাব।
2. অন্যের সঙ্গে সহজে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতার অভাব।
3. বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা গঠন বিলম্বিত হওয়া।
4. যে-কোনো বিষয়ে অনাগ্রহ।
5. দৈনন্দিন জীবনে গতানুগতিক কর্মপ্রবাহ অনুসরণ করা ইত্যাদি।

- **টক্সোপ্লাসমোসিয়া:** এটা পরজীবী সংক্রমণ, যা দূষিত খাবার, মাটি ও সংক্রামিত বিড়ালের মুখে দেখা যায়।
- **হারপিস:** গর্ভাবস্থায় গর্ভাশয় ও ডিম্বকবাহী গর্ভপাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মায়ের থেকে শিশুর মধ্যে ছড়াতে পারে। এর কারণে জ্বালাযন্ত্রণা হয়, যা শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশকে প্রভাবিত করে।
- **জিকা ভাইরাস সংক্রমণ:** প্রসবকালীন জিকা সংক্রমণের জন্য মাইক্রোসেফালি হয়, যার জন্য শিশুর সেরিব্রাল পালসি হয়।
- **সিফিলিস:** যৌনমিলনের থেকে ছড়ানো ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ।
- **অন্যান্য পরিস্থিতি:** থাইরয়েডের সমস্যা থেকে সেরিব্রাল পালসি হতে পারে।

নিম্নলিখিত অসুখ থেকে নবজাতকের সেরিব্রাল পালসি হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়—

- **গুরুতর অথবা চিকিৎসা না হওয়া জন্ডিস:** "ব্যবহৃত" রক্তকোশের নির্দিষ্ট কিছু বাই-প্রোডাক্ট রক্তস্রোত থেকে ছাঁকা না হলে শেষ পর্যন্ত সেরিব্রাল পালসি হতে পারে।
- **ভাইরাল এনকেফেলাইটিস:** ভাইরাল সংক্রমণ, যা থেকে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের আশেপাশের মেমব্রেনে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়।
- **ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস:** ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ, যা থেকে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের আশেপাশের মেমব্রেনে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়।

2. অকালে জন্মগ্রহণ: সময়ের আগেই যদি শিশু জন্মগ্রহণ করে ও সেক্ষেত্রে যদি অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় তাহলে সদ্যোজাত শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে। আরেকটা কারণ হল জন্ডিস। যখন রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা খুব বেড়ে যায় তখনই জন্ডিস হয়। সাধারণত, লিভার অতিরিক্ত বিলিরুবিনকে ছেঁকে শরীর থেকে বের করে দেয়।

3. জন্মের প্রথম কয়েক বছর: কঠিন অসুস্থতা, আঘাত বা ব্রেনে অক্সিজেনের ঘাটতি ব্রেনের কোশগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। এছাড়াও, মস্তিষ্কের গতিবিধি অথবা ভঙ্গিমা নিয়ন্ত্রণকারী অংশ যখন সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে না কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সেরিব্রাল পালসি হয়। মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে যেসব কারণ সমস্যার সৃষ্টি করে সেগুলি হল—

- ভ্রূণের বৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তারকারী মেনস্ট্রুয়েশানাল সংক্রমণ।
- জিনগত পরিব্যাপ্তি যার থেকে মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়।
- সংক্রমণ যা মস্তিষ্কের ভেতরে বা আশেপাশে জ্বালা-যন্ত্রণার জন্য দায়ী।
- স্ট্রোক, যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের গোলমাল ঘটায়।
- পড়ে যাওয়ার ফলে কিংবা গাড়ি দুর্ঘটনায় বাচ্চার ট্রমাটিক হেড ইনজুরি।

2.2.5. অটিজম (Autism)

A. অর্থ (Meaning)

কোনো ব্যক্তির তার পারিপার্শ্বিক জনসাধারণের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাজনিত প্রতিবন্ধিতাকে Autism বলে। অর্থাৎ অর্থকরী পদ্ধতিতে

যদিও এই ধরনের শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করা অনেক বেশি সহজ। কারণ চিকিৎসার সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্যার আংশিক সমাধান লক্ষণীয়।

(ii) **Ataxic Cerebral Palsy:** লঘুমস্তিষ্কে সমস্যার ফলে Ataxic Cerebral Palsy দেখা দেয়। এই সমস্যায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা খুব কম। দেহের ভারসাম্য রক্ষা, হাঁটাচলার ক্ষমতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমস্যার পাশাপাশি এই ধরনের শিশুরা ছোটোখাটো যে-কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়। এমনকি এই শিশুদের দৃষ্টিক্ষমতা বা কথা বলার ক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

(iii) **Athetoid Cerebral Palsy:** Athetoid বা Dyskinetic Cerebral Palsy হল মূলত পেশিসংক্রান্ত অক্ষমতা। এই সমস্যা আক্রান্ত শিশুরা মস্তিষ্কের গঠনজনিত অসম্পূর্ণতার কারণে কোনোরকম দৈহিক দৃঢ়তা দেখাতে পারে না। নিজের পায়ে দাঁড়ানো বা হাঁটতে পারা তো দূরের কথা এমনকি এই শিশুরা সোজা হয়ে বসতেও পারে না। নিজের হাতে শক্ত কোনো জিনিস তুলে ধরা এদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। CP আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে 10% শিশু এই প্রকারের দেখা যায়।

(iv) **Mixed Cerebral Palsy:** কোনো কোনো CP আক্রান্ত শিশুর মধ্যে উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলির সবগুলি একসাথে দেখা যায়। ফলে CP-এর বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে এটি হল সর্বাপেক্ষা জটিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই রোগে আক্রান্ত শিশুরা তাদের জীবদ্দশায় এর হাত থেকে মুক্ত হতে পারে না।

D. কারণসমূহ (Causes)

সেরিব্রাল পালসির প্রকৃত কারণ এখনও অবধি অজানা। তবে এটা দেখা গেছে যে, গর্ভাবস্থায় বা জন্মের সময় বা জন্মের প্রথম 3 বছরের মধ্যে ব্রেন বা মস্তিষ্কের আঘাত বা ক্ষতি শিশুকে সেরিব্রাল পালসির দিকে ঠেলে দেয়। ডাক্তারদের মতে, গর্ভাবস্থায় ব্রেনের আঘাতই হল প্রায় 70 ভাগ শিশুর সেরিব্রাল পালসির কারণ। মস্তিষ্কে আঘাতের প্রকৃতি ও জটিলতার উপরই নির্ভর করে শিশুর নার্ভ বা মোটর-এর কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধির বিকাশ কীরকম হবে।

1. গর্ভাবস্থায় সংক্রমণ: এটা ভ্রূণের নার্ভাস সিস্টেমের বেড়ে ওঠাকে ব্যাহত করে। জিনগত সমস্যা, সংক্রমণ বা শিশুর জন্মকালীন সমস্যা থেকেও সেরিব্রাল পালসি হতে পারে। গর্ভাবস্থার নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক পরিস্থিতি, যা শিশুর সেরিব্রাল পালসির ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়, সেগুলি হল—

- **চিকেনপক্স:** এটা এক ধরনের ছোঁয়াচে ভাইরাল সংক্রমণ, যা গর্ভাবস্থাকালীন ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
- **রুবেলা:** এই ভাইরাল সংক্রমণ জন্ম সংক্রান্ত গুরুতর ত্রুটি ঘটাতে পারে।
- **সাইটোমেগালো ভাইরাস:** ফ্লুয়ের সংক্রমণ ঘটানো খুবই প্রচলিত ভাইরাস এবং এটা যদি গর্ভাবস্থায় মাকে প্রভাবিত করে, তাহলে শিশুকেও প্রভাবিত করবে।

- **ভারসাম্য:** নার্ভ বা মোটরের অসামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ করার ফলেই শিশুদের ভারসাম্য বা ব্যালেন্সের সমস্যা দেখা যায়। বাবা-মা-রা এই অসংগতির চিহ্নগুলি যখন শিশুরা বসতে শেখে বা উঠে দাঁড়ায় বা হামা দেয় বা হাঁটতে শেখে তখন লক্ষ্য করতে পারেন। সাধারণভাবে শিশুরা তাদের হাতের সাহায্যেই বসা, হাঁটা, পরবর্তীকালে নিজের কাজ নিজেরাই করতে শেখে। কিন্তু যদি একটি শিশু কারো সাহায্য ছাড়া বসতে বা দাঁড়াতে না পারে, তখন সেটা সেরিব্রাল পালসির লক্ষণ বলে ধরা হয়।
- **গ্রস্ মোটর ফাংশন:** হাত-পা ও বিভিন্ন পেশির উপযুক্ত নাড়াচাড়া দ্বারা সার্বিকভাবে চলাচল সম্পন্ন করাই হল গ্রস্ মোটর ফাংশন। যেভাবে একটা শিশুর ব্রেন গড়ে ওঠে, সে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যদি সেই কাজ করতে তার নির্দিষ্ট সময়ের থেকে বেশি সময় লাগে বা নির্দিষ্ট সময়ে সে ঠিকমতো সেই কাজ করতে না পারে, যেমন হামাগুড়ি দেওয়ার সময় এক দিকে হেলে থাকা, কারো সাহায্য ছাড়া হাঁটতে না পারা, এগুলি সেরিব্রাল পালসির লক্ষণ হতেও পারে।
- **ফাইন মোটর ফাংশন:** যথাযথ ও সন্নিহিত পেশির চলাচলকেই ফাইন মোটর ফাংশন বলা হয়। ফাইন মোটর কন্ট্রোল-এর মধ্যে অনেক কাজই পড়ে যেগুলি শিশুরা শেখে, যেখানে শারীরিক ও মানসিক দুই-এরই সম্মিলিত প্রয়াস লাগে। শিশু যত বেড়ে উঠতে থাকে তার এই সকল দক্ষতা দেখা যায়। অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা অপেক্ষাকৃত দেরীতে ফাইন মোটর কন্ট্রোল-এর প্রকাশ সেরিব্রাল পালসির সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য।
- **ওরাল মোটর ফাংশন:** ঠোঁট, জিভ, মাড়ির প্রকৃত ব্যবহারের ফলেই মানুষ কথা বলে, খায় বা পান করে। এই সবই হল ওরাল মোটর ফাংশন। একটি শিশু যে সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত, তার ওরাল মোটর ফাংশনও ঠিকমতো কাজ করে না; যার ফলে তার কথা বলতে, চেবাতে, খেতে অসুবিধা হয়। ওরাল মোটর ফাংশন শ্বাস-প্রশ্বাস, কথা বলা এই সব কিছুকেই কব্জা করে। এপ্রাক্সিয়া ও ডিসারথ্রিয়া হল স্নায়বিক বাচনভঙ্গির অসামঞ্জস্যতা যা সেরিব্রাল পালসির জন্য হয়।

C. প্রকারভেদ (Classification)

বৈশিষ্ট্যভেদে সেরিব্রাল পালসিকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা—Spastic, Ataxic, Athetoid/Dyskinetic এবং Mixed। এই চারটি প্রকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(i) **Spastic Cerebral Palsy:** যখন পেশিগত সমস্যা প্রধান আকারে দেখা দেয়, তখন সেই ধরনের CP-কে Spastic Cerebral Palsy বলা হয়। সাধারণত সমস্ত প্রকার CP আক্রান্ত শিশুদের মধ্যেই Spastic CP-র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

সেরিব্রাল পালসি (CP) একটি সমন্বয়িত শব্দ, যার মধ্যে রয়েছে কিছু শারীরিক সক্ষমতার অনুন্নয়ন বা অসম্পূর্ণতা যেগুলি সামগ্রিকভাবে মানুষের বিকাশের, বিশেষত দৈহিক সঞ্চালনের ক্ষেত্রে অক্ষমতা সৃষ্টি করে। সেরিব্রাল পালসি (CP) বিজ্ঞানীদের মতে বংশগত নয় এবং বিশেষ কোনো রোগও নয়, বরং অনেকাংশেই জন্মগত ত্রুটি। জন্মের অব্যবহিত পর অথবা শৈশবেই এই সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের অপরিণতি থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অক্ষমতাজনিত কারণে যখন অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে যে স্থায়ী ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাকে সেরিব্রাল পালসি (CP) বলা হয়।

মাতৃ জঠরে মস্তিষ্কের বিকাশকালীন সময়ে যদি কোনো কারণে ক্ষতি হয় অথবা জন্মের সময় কোনো কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই ত্রুটি দেখা দেয়। এমনকি শিশুর তিন বছর বয়স পর্যন্ত এই ধরনের ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে। CP-এর প্রভাবে শিশুর স্বাভাবিক চলাফেরার শক্তি নষ্ট হয়, দৈহিক গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়, অনুভূতি প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ধারণার বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সর্বোপরি সেই শিশু মনের ভাব প্রকাশে অধিকাংশ মাত্রায় অক্ষম হয়।

B. বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics)

যে লক্ষণগুলির দ্বারা মস্তিষ্কের আঘাত বা অপুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি হল সেরিব্রাল পালসির বৈশিষ্ট্য। এগুলির দ্বারাই এই রোগটিকে চিহ্নিত করা যায় যেহেতু, শিশুরা নিজেদের অসুবিধা ঠিকমতো বোঝাতে পারে না।

- **মাস্‌ল টোন বা মাংসপেশির গঠন:** স্বল্প বা অতিরিক্ত পেশির গঠন—অলস হাত-পা, খুব শিথিল বা খুবই শক্ত হাত-পা, অনিয়মিত পেশির সংকোচন, গাঁট বা গ্রন্থিগুলির একত্রিত হয়ে যাওয়ার ফলে সঠিকভাবে নড়াচড়া না করতে পারা। এর ফলে হাঁটাচলা, বসে থাকা বা দাঁড়ানো কোনোটাই অবলম্বন ছাড়া সম্ভব হয় না।
- **চলাচলের সামঞ্জস্য ও তার নিয়ন্ত্রণ:** মাংসপেশির গঠনের অসামঞ্জস্য শিশুদের হাত-পা, শরীরের নড়াচড়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। পেশির গঠনের এই অসামঞ্জস্যের জন্যই বাচ্চাদের হাত-পা কুঁকড়ে থাকা বা শিথিলভাবে থাকা বা ক্রমাগত কাঁপতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু 6 মাস বয়সেও বসতে বা উল্টোতে পারে না, অথবা 12–18 মাসের পরেও হাঁটতে পারে না, এবং তারও পরে হয়তো বা, নিজের কাজ, যেমন—লেখা, দাঁত মাজা বা জুতো পরা, এগুলি করতে পারে না।
- **অঙ্গাভঙ্গি:** সেরিব্রাল পালসি ভারসাম্য ও অঙ্গাভঙ্গিকে ব্যাহত করে। যখন শিশুরা বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসে তখন পস্‌চারাল রেসপন্স করাটা খুবই স্বাভাবিক। সাধারণত, সামনে পা ছড়িয়ে বসা একটা শিশুর স্বাভাবিক অঙ্গাভঙ্গি। কিন্তু সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত শিশুর পক্ষে এইভাবে বসা সম্ভব নয়।

	বেশি, সেই পরিবারের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক (*Teele et. al*; 1980)।
Otosclerosis	এই রোগ একপ্রকার অস্থিঘটিত যা পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায়। এই রোগে মধ্যকর্ণের অস্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। ফলে শিশু মধ্যম মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়। তবে, অন্য কোনো শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের এই ধরনের রোগ হলে তার প্রতিবন্ধিতার মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

2.2.4. সেরিব্রাল পালসি (Cerebral Palsy)

A. অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition)

সেরিব্রাল পালসি হল এক ধরনের স্নায়বিক ভারসাম্যহীনতা যা বাচ্চাদের মস্তিষ্ক গঠনের সময় কোনো প্রকার আঘাতজনিত কারণে বা স্নায়ুকোশের ঠিকমতো কাজ না করার কারণে ঘটে থাকে। সেরিব্রাল পালসির জন্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নড়াচড়া, পেশির সক্ষমতা, কোঅর্ডিনেশন বা ভারসাম্য, সব কিছুই ব্যাহত হয়।